দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 13 2000
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

এসএসসি পরীক্ষা ॥ এত নকল কেন হচ্ছে?

পরীক্ষা এলে যেমন সাধারণত ছাত্রছাত্রীদের উদ্বেগ বাড়ে, উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা বাড়ে অভিভাবকদের, তেমনি দুশ্চিন্তা বাড়ে পরীক্ষা যাঁরা আয়োজন ও সম্পন্ন করেন তাঁদেরও। সংশ্লিষ্ট এই কর্তৃপক্ষের দুশ্চিন্তা দু'দিকে— কিভাবে পরীক্ষা সুসম্পন্ন করা যাবে এবং কিভাবে নকল ঠেকানো যাবে। নকল আমাদের দেশে বেশ একটা বড় ব্যাপার হয়ে উঠেছে, যার দৌরাত্ম্যে খোদ পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নসাপেক্ষ হয়ে উঠেছে। নকল কেমন হচ্ছে, কি অপ্রতিহতগতিতে চলছে তা বোঝা যাবে এবারের চলতি এসএসসি পরীক্ষার ব্যাপারে জনকণ্ঠের গত ১০ তারিখে প্রকাশিত রিপোর্টের প্রথম লাইনটিতে। 'নকল সরবরাহকারীদের হাতে পঞ্চগড়ে ম্যাজিস্ট্রেট লাঞ্ছিত, লক্ষ্মীপুরে পুলিশের সাথে সংঘর্ষ' শিরোনামের ঐ রিপোর্টের প্রথম লাইনটি হচ্ছে ঃ 'চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকলে বাধা দিতে গেলেই সংঘর্ষ হচ্ছে।' ঐ রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবারও দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ হয়েছে। ঐদিন পঞ্চগড়ে নকল সরবরাহকারীদের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছেন একজন ম্যাজিস্ট্রেট। লক্ষ্মীপুরে নকল সরবরাহকারীদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে।

নকল শুধু এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষাতেই নয়, কোন পরীক্ষাই বাদ যায় না। নকলের বিষয়টি নতুন কোন আলোচ্য বিষয়ও নয়। সব পরীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে আসে নকল, যেন চাঁদের টানে জোয়ারের মতো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক হয়ে উঠেছে। নকলের ব্যাপারটি কোন্ পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। গতবারের ডিগ্রী পরীক্ষার সময়ও ব্যাপক নকল হয়েছে। পত্রপত্রিকায় তার বিবরণও প্রকাশিত হয়েছিল ঐ সময়। তখন পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক রিপোর্টে আক্ষেপের সুরে বলা হয়েছিল, একদিন যাঁরা স্কুলে ছাত্রদের পড়াবেন কিংবা দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে, তাঁরাই ডিগ্রী পরীক্ষা দিচ্ছেন প্রকাশ্যে নকল করে। এসএসসিরও এই চিত্র। এইচএসসিরও।

ছাত্ররা নকল করছে। একশ্রেণীর লোক তাদের নকল সরবরাহ করছে। নকল আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এক মারাত্মক ব্যাধির মতো ঢুকে পড়েছে। এই বিষয়গুলো যেমন লজ্জাকর তেমনি উদ্বেগজনকও। কিন্তু এর চাইতে বেশি উদ্বেগজনক এবং বেশি লজ্জাকর হচ্ছে— একশ্রেণীর শিক্ষক, অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু ব্যক্তিও নকলের উৎসবের সঙ্গে জড়িত। তা না হলে নকল কখনও এতখানি মহোৎসবের রূপ পেতে পারে না।

নকল আগে ছিল না, তা নয়। অতীতেও নকলবাজ ছাত্র ছিল ঠিকই, কিন্তু তারা সংখ্যায় ছিল অতি অল্প। তখন নকল করা ছিল একটা ঘৃণার কাজ। তখন সকলেই নকলবাজদের ঘৃণা করত। সাধারণ ছাত্ররাও ঘৃণা করত, শিক্ষক-অভিভাবকরাও ঘৃণা করতেন। নকল করার চেষ্টাকেও একই চোখে দেখত মানুষ। সে দৃষ্টি প্রশংসার নয়, করুণার। কিন্তু গত কিছুকাল যাবত নকলের ব্যাপারের লাজ-লজ্জা-ভয় সব উঠে গেছে। নকল করার অধিকার চাওয়া হচ্ছে। এ অধিকার না পেলে পরীক্ষার হলে ভাংচুর করা হচ্ছে। মিছিল পর্যন্ত হচ্ছে। নকল ধরতে গেলে শিক্ষক-ম্যাজিস্ট্রেটদের অপমানিত, লাঞ্ছিত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছুরিকাহত পর্যন্ত হতে হচ্ছে। হুমকিও দেয়া হচ্ছে।

এবার এসএসসি পরীক্ষায় কি হচ্ছে! পরীক্ষার প্রথম দিনে যে ঘটনা ঘটল সাতক্ষীরার কলারোয়ায়, তার চেয়ে মর্মান্তিক, দুঃখজনক এবং লজ্জাজনক আর কি হতে পারে! এসএসসি পরীক্ষার প্রথম দিনে সেখানকার পরীক্ষা কেন্দ্রে ভিড়ে, হৈ-হট্টগোলে পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে নিহত হয়েছে ৬ জন, আহত হয়েছে ৫০ জন। নিহতদের মধ্যে দু'জন পরীক্ষার্থী ও একজন শিক্ষয়িত্রী। অবশ্য সরকারীভাবে নিহত ৪ জন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যাই হোক, প্রকাশিত খবর থেকে জানা যায়, সেখানে দোতলা ও তিনতলায় পরীক্ষার হল থেকে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা নিচে নামতে থাকে। এরপর সিঁড়িতে হুড়োহুড়ি এবং ভিড়ের মধ্যে বখাটে যুবকরা ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদের লাঞ্ছিত করার চেষ্টা করে। ব্যাপারটি প্রতিরোধের জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। ওদিকে বন্ধ করে দেয়া হয় নিচের গেট। এক ছাত্রীকে বখাটে কয়েকজনের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে এক শিক্ষয়িত্রী পড়ে যান সিঁড়িতে। তারপর তিনি অপর কয়েকজনের মতো সেখানেই পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে নিহত হন। যে ছাত্রীকে বখাটেদের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়েছিলেন তিনি, সেই হতভাগিনীও একই সঙ্গে মানুষের পায়ে পিষ্ট হয়ে নিহত হয়।

আমরা নিজেদের যতই সুসভ্য বলে দাবি করি না কেন, কোন সুসভ্য সমাজে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে এমন চিন্তাও করা যায় না।

কলারোয়ার এই ঘটনা হচ্ছে এবারের এসএসসি পরীক্ষার সময়ে সর্বাধিক মর্মান্তিক ঘটনা, যা মানুষকে স্তম্ভিত করে দিয়েছে।

নিয়ামত হোসেন

পরীক্ষায় এর সঙ্গে রয়েছে চিরাচরিত চিত্রটি— নকলকারী ও নকল সরবরাহকারীদের দাপট। কোথাও কোথাও তাদের দাপট এমন যে, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষও হচ্ছে তাদের। নকলকারীদের আবদার মামাবাড়ির আবদারকেও ছাড়িয়ে গেছে। এখন কোথাও কোথাও অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, শুধু বলতে বাকি আছে যে, পরীক্ষা নেয়া চলবে না, পাস করিয়ে দিতে হবে!

মেধা যাচাইয়ের মাধ্যম হচ্ছে পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাই যদি ঠিকভাবে অনুষ্ঠিত না হতে পারে, যদি ব্যাপকভাবে নকল ও গণটোকাটুকি, নকল সাপ্লাই ইত্যাদি চলতেই থাকে, তাহলে উচ্চতর মেধার অধিকারী ছাত্রদের প্রার্থিত ফল থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সম্ভাবনা থাকে নকলবাজ ছাত্রদের লাভবান হওয়ার। সুতরাং নকল প্রতিরোধ করতে না পারলে এই পরীক্ষাকেই সুষ্ঠু করা সম্ভব নয়।

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড—এ কথাটা আমরা সব সময় বলি। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, যে হারে বিভিন্ন পর্যায়ের পরীক্ষায় নকল হচ্ছে, তাতে এই নকল করে পাস করা শিক্ষিত ব্যক্তিদের দিয়ে যে মেরুদণ্ডটি গড়ে উঠছে, সেটা কতখানি দৃঢ়, কতখানি মজবুত? এই দুর্বল মেরুদণ্ড দেশের জন্য কতটুকু লাভজনক হতে পারে তা বিবেচনার সময় এসেছে।

নকল করে পাস করার প্রবণতাটি যে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে তাতে বোঝা যায়, আমাদের লেখাপড়ার উদ্দেশ্যটা যতখানি না জ্ঞান অর্জনের, তার চেয়ে বেশি কোন মতে পাস করার। পড়ার দরকার নেই, নকল করে উৎরে যাওয়াটাই আসল কথা। সেই নকল করতে না দিলে শাসানি, ধমকানি, হুমকি, নকল করতে না দিলে মিছিল, জোরালো দাবি উত্থাপন। যারা এই কাজটি করছে, তাদের মনের কথা ঃ পড়ার দরকার নেই, জ্ঞান লাভের ব্যাপারটি চুলোয় যাক, শুধু দরকার যে কোনভাবে পাস করা।

যারা নকল করে পাস করছে, তাদের মনোবল, চরিত্রবল, জ্ঞানবল কতটুকু? এরা বের হচ্ছে কী শিখে? এরা সমাজে এসে যে কাজে লাগবে, সে কাজ কতখানি সুষ্ঠুভাবে সুন্দরভাবে হওয়া সম্ভব? নতুন সহস্রাব্দ এসেছে। এসেছে নতুন সময়। এ সময়ের প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য নিরন্তর উন্নত জ্ঞান অর্জন করা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিন্তু আমাদের লেখাপড়ার ক্ষেত্রটির যে হাল তাতে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই কিনা এখন সেটাই প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা যেন এই রকম ঃ দুনিয়ার আর সবাই এগিয়ে যেতে থাক। আমরা নিজেদের সৃষ্ট একটি আবর্তের মধ্যে পড়ে কলুর বলদের মতো ঘুরপাক খেতেই থাকি! আমাদের এগিয়ে যাওয়ার কোন প্রয়োজনই যেন নেই! এই কথাগুলোই আজ সংশ্লিষ্ট সকলকে ভাবতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে, আমরা যদি সত্যি সত্যি এগোতে চাই, যদি উন্নত জাতি হিসাবে বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে চাই, তাহলে অবশ্যই শিক্ষা ব্যবস্থাকে সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত করতে হবে, মুক্ত করতে হবে নকল থেকে, মুক্ত করতে হবে সকল অনিয়ম ও দুর্নীতি থেকে। নকল যে পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তাতে এখন জরুরীভিত্তিতে এ ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব দিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন। একই সঙ্গে এ কথাটিও ভাবতে হবে— যারা নকল করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে, তারা কেন অমন করছে? তারা সারা বছর কি করে? সারা বছর বাড়িতে না হয় তারা পড়েনি, কিন্তু নিজেদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে? কেন পড়েনি? কেন শেখেনি? এই প্রবণতাটি দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে কেন? এর কারণগুলোকে চিহ্নিত করতে হবে, সেগুলো দূর করতে হবে। শিক্ষাকে আকর্ষণীয় করতে হলে, শিক্ষা থেকে নকল প্রবণতা দূর করতে হলে শুধু নকল ঠেকানোর উদ্যোগই যথেষ্ট নয়— নকল কেন হচ্ছে, কেন বাড়ছে, সেগুলো সম্পর্কে ভাবতে হবে, এর কারণগুলো দূর করতে হবে। শিক্ষার মান উন্নত করতে হবে। শিক্ষাকে আরও আকর্ষণীয় করতে হবে। শিক্ষা মুখস্থ করার বিষয় নয়, নকল করে উত্তর লেখার বিষয়ও নয়, শিক্ষা হচ্ছে উপলব্ধি, হৃদয়াঙ্গম ও আত্মস্থ করার বিষয়— এটা বুঝতে হবে। শিক্ষাকে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে শিক্ষাবিদ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত উক্তি স্মরণ করা যায়। তিনি বলেছেন ঃ

'বাল্যকাল হইতে আমাদের শিক্ষার সহিত আনন্দ নাই। কেবল যা কিছু নিতান্ত আবশ্যক তাহাই কণ্ঠস্থ করিতেছি। তেমন করিয়া কোনমতে কাজ চলে মাত্র। কিন্তু বিকাশ লাভ হয় না। হাওয়া খাইলে পেট ভরে না। আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমতো হজম করিবার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার। তেমনি একটা শিক্ষাপুস্তককে রীতিমতো হজম করিতে অনেকগুলি পাঠ্যপুস্তকের সাহায্য আবশ্যক। আনন্দের সহিত পড়িতে পড়িতে পড়িবার শক্তি অলক্ষিতভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গ্রহণশক্তি, ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি বেশ সহজে এবং স্বাভাবিক নিয়মে বললাভ করে।"

আনন্দের সঙ্গে এই পড়া খুবই জরুরী। এজন্য প্রয়োজন পড়াশোনাকে আনন্দদায়ক করে তোলা, আনন্দনদায়কভাবে উপস্থাপন করা। তাকে যুগোপযোগী, আধুনিক এবং প্রয়োজনীয় করে তোলা। এটা করতে পারলে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হবে, লজ্জাকর নকল প্রবণতা দূর হবে, সব ছাত্রই প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে। এবারের এসএসসির নকলের ব্যাপকতার প্রেক্ষিতে বিষয়গুলো সম্পর্কে সত্যিকার গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে।